সপ্তম অধ্যায়

মান্ধাতার বংশধরগণ

এই অধ্যায়ে মহারাজ মান্ধাতার বংশধরদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই প্রসঙ্গে পুরুকুৎস এবং হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

মান্ধাতার জ্যেষ্ঠপুত্র অম্বরীষ, তাঁর পুত্র যৌবনাশ্ব এবং যৌবনাশ্বের পুত্র হারীত। এই তিনজন ছিলেন মান্ধাতা বংশের শ্রেষ্ঠ বংশধর। মান্ধাতার আর এক পুত্র পুরুকুৎস সর্পগণের ভগ্নী নর্মদার পাণিগ্রহণ করেন। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্যু, তাঁর পুত্র অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র প্রারুণ, প্রারুণের পুত্র ত্রিবন্ধন, এবং ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত যিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। ত্রিশঙ্কু যখন এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে হরণ করেন, তখন তাঁর পিতা তাঁর সেই পাপাচরণের জন্য তাঁকে অভিশাপ দেন, এবং ত্রিশঙ্কু শূদ্রাধম চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। পরে, বিশ্বামিত্রের প্রভাবে তিনি স্বর্গে উন্নীত হন, কিন্তু দেবতাদের প্রভাবে অধঃপতিত হওয়ার সময় বিশ্বামিত্রের প্রভাবে স্তম্ভিত হন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র একবার রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র দক্ষিণাস্বরূপে কৌশলে রাজার সর্বস্ব হরণ করে হরিশ্চন্দ্রকে নানাভাবে যন্ত্রণা প্রদান করেন। সেই কারণে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। হরিশ্চন্দ্রের কোন পুত্র ছিল না, কিন্তু নারদ মুনির উপদেশে তিনি বরুণের পূজা করে রোহিত নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, সেই পুত্রের দ্বারা তিনি বরুণের যজ্ঞ করবেন। বরুণ বার বার রাজার কাছে এসে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন, কিন্তু রাজা পুত্রস্নেহের বশবর্তী হয়ে তাঁকে উৎসর্গ না করার জন্য নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকেন। এইভাবে কাল অতিবাহিত হতে থাকে, এবং পুত্র ধীরে ধীরে বড় হয়। প্রাপ্তবয়স্ক রোহিত সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে, তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য ধনুর্বাণ গ্রহণ করে বনে গিয়েছিলেন। এদিকে হরিশ্চন্দ্র বরুণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উদরী রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার এই কষ্টের কথা জানতে পেরে, রোহিত রাজধানীতে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে সেই কার্যে বাধা দেন। ইন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে রোহিত ছয় বছর

বনে ছিলেন এবং তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। রোহিত অজীগর্তের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করে তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্রকে দান করেছিলেন যজ্ঞে পশুরূপে বলি দেওয়ার জন্য। এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বরুণ আদি দেবতারা তৃপ্ত হয়েছিলেন, এবং হরিশ্চন্দ্র রোগমুক্ত হয়েছিলেন। এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র ছিলেন হোতা, জমদগ্নি ছিলেন অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ ছিলেন ব্রহ্মা এবং অয়াস্য ছিলেন উদ্‌গাতা। সেই যজ্ঞে ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে হরিশ্চন্দ্রকে সুবর্ণ রথ প্রদান করেন, এবং বিশ্বামিত্র তাঁকে দিব্যজ্ঞান দান করেন। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে হরিশ্চন্দ্র সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

মান্ধাতুঃ পুত্রপ্রবরো যোঽম্বরীষঃ প্রকীর্তিতঃ ।
পিতামহেন প্রবৃতো যৌবনাশ্বস্তু তৎসুতঃ ।
হারীতস্তস্য পুত্রোঽভূন্মান্ধাতৃপ্রবরা ইমে ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **মান্ধাতুঃ**—মান্ধাতার; **পুত্র-প্রবরঃ**—শ্রেষ্ঠ পুত্র; **যঃ**—যিনি; **অম্বরীষঃ**—অম্বরীষ নামে; **প্রকীর্তিতঃ**—বিখ্যাত; **পিতামহেন**—তাঁর পিতামহ যুবনাশ্বের দ্বারা; **প্রবৃতঃ**—গৃহীত; **যৌবনাশ্বঃ**—যৌবনাশ্ব নামক; **তু**—এবং; **তৎ-সুতঃ**—অম্বরীষের পুত্র; **হারীতঃ**—হারীত নামক; **তস্য**—যৌবনাশ্বের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **মান্ধাতৃ**—মান্ধাতার বংশে; **প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ইমে**—এঁরা সকলে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—যিনি অম্বরীষ নামে বিখ্যাত, তিনি মান্ধাতার পুত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই অম্বরীষ পিতামহ যুবনাশ্ব কর্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়েছিলেন। অম্বরীষের পুত্র যৌবনাশ্ব এবং যৌবনাশ্বের পুত্র হারীত। মান্ধাতার বংশে অম্বরীষ, হারীত এবং যৌবনাশ্ব শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২

নর্মদা ভ্রাতৃভির্দত্তা পুরুকুৎসায় যোরগৈঃ ।
তয়া রসাতলং নীতো ভুজগেন্দ্রপ্রযুক্তয়া ॥ ২ ॥

নর্মদা—নর্মদা নামক; **ভ্রাতৃভিঃ**—তাঁর ভ্রাতাদের দ্বারা; **দত্তা**—প্রদত্ত হয়েছিলেন; **পুরুকুৎসায়**—পুরুকুৎসকে; **যা**—যিনি; **উরগৈঃ**—সর্পদের দ্বারা; **তয়া**—তার দ্বারা; **রসাতলম্**—পাতালে; **নীতঃ**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **ভুজগ-ইন্দ্র-প্রযুক্তয়া**—নাগরাজ বাসুকির দ্বারা নিযুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

নর্মদার ভ্রাতা সর্পগণ নর্মদাকে পুরুকুৎসের হস্তে সম্প্রদান করেন। বাসুকি কর্তৃক প্রেরিতা হয়ে নর্মদা পুরুকুৎসকে পাতালে নিয়ে যান।

তাৎপর্য

মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎসের বংশধরদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পূর্বে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে নর্মদার সঙ্গে পুরুকুৎসের বিবাহ হয়, এবং নর্মদা তাঁকে পাতাললোকে নিয়ে যান।

শ্লোক ৩

গন্ধর্বানবধীৎ তত্র বধ্যান্ বৈ বিষ্ণুশক্তিধৃক্ ।
নাগাল্লব্ধবরঃ সর্পাদভয়ং স্মরতামিদম্ ॥ ৩ ॥

গন্ধর্বান্—গন্ধর্বগণ; **অবধীৎ**—তিনি বধ করেছিলেন; **তত্র**—সেখানে (পাতাললোকে); **বধ্যান্**—বধার্হ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিষ্ণু-শক্তি-ধৃক্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি ধারণ করে; **নাগাৎ**—নাগগণ থেকে; **লব্ধ-বরঃ**—বর লাভ করেছিলেন; **সর্পাৎ**—সর্পদের থেকে; **অভয়ম্**—আশ্বাস; **স্মরতাম্**—স্মরণকারীর; **ইদম্**—এই ঘটনা।

অনুবাদ

রসাতলে পুরুকুৎস ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে বধার্হ গন্ধর্বদের সংহার করেছিলেন। পুরুকুৎস সর্পদের কাছ থেকে এই বর লাভ করেছিলেন যে, এই ইতিবৃত্ত স্মরণকারীদের সর্পভয় থাকবে না।

শ্লোক ৪

ত্রসদ্দস্যুঃ পৌরুকুৎসো যোঽনরণ্যস্য দেহকৃৎ ।
হর্যশ্বস্তৎসুতস্তস্মাৎ প্রারুণোঽথ ত্রিবন্ধনঃ ॥ ৪ ॥

ত্রসদ্দস্যুঃ—ত্রসদ্দস্যু নামক; **পৌরুকুৎসঃ**—পুরুকুৎসের পুত্র; **যঃ**—যিনি; **অনরণ্যস্য**—অনরণ্যের; **দেহ-কৃৎ**—পিতা; **হর্যশ্বঃ**—হর্যশ্ব নামক; **তৎ-সুতঃ**—অনরণ্যের পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর (হর্যশ্ব) থেকে; **প্রারুণঃ**—প্রারুণ নামক; **অথ**—তারপর, প্রারুণ থেকে; **ত্রিবন্ধনঃ**—ত্রিবন্ধন নামক পুত্র।

অনুবাদ

পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্যু, যিনি ছিলেন অনরণ্যের পিতা, অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব প্রারুণের পিতা। প্রারুণ ছিলেন ত্রিবন্ধনের পিতা।

শ্লোক ৫-৬

তস্য সত্যব্রতঃ পুত্রস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ ।
প্রাপ্তশ্চাণ্ডালতাং শাপাদ্ গুরোঃ কৌশিকতেজসা ॥ ৫ ॥
সশরীরো গতঃ স্বর্গমদ্যাপি দিবি দৃশ্যতে ।
পাতিতোঽবাক্ শিরা দেবৈস্তেনৈব স্তম্ভিতো বলাৎ ॥ ৬ ॥

তস্য—ত্রিবন্ধনের; **সত্যব্রতঃ**—সত্যব্রত নামক; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ত্রিশঙ্কুঃ**—ত্রিশঙ্কু নামক; **ইতি**—এই প্রকার; **বিশ্রুতঃ**—বিখ্যাত; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **চণ্ডালতাম্**—চণ্ডালত্ব; **শাপাৎ**—অভিশাপের ফলে; **গুরোঃ**—তাঁর পিতার; **কৌশিক-তেজসা**—কৌশিকের (বিশ্বামিত্রের) তেজের দ্বারা; **সশরীরঃ**—সশরীরে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোকে; **অদ্য অপি**—আজও; **দিবি**—আকাশে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **পাতিতঃ**—পতিত হয়ে; **অবাক্-শিরাঃ**—নতশিরে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের শক্তির দ্বারা; **তেন**—বিশ্বামিত্রের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **স্তম্ভিতঃ**—স্থির; **বলাৎ**—উচ্চতর বলের প্রভাবে।

অনুবাদ

ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, যিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহের সময় তাঁকে ত্রিশঙ্কু হরণ করেছিলেন বলে, তাঁর পিতা তাঁকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। পরে, বিশ্বামিত্রের প্রভাবে তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করে দেবতাদের প্রভাবে তিনি অধঃপতিত হচ্ছিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবলের প্রভাবে তিনি অধঃপতিত হননি; আজও তাঁকে নতশিরে আকাশে ঝুলতে দেখা যায়।

শ্লোক ৭

ত্রৈশঙ্কবো হরিশ্চন্দ্রো বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ ।
যন্নিমিত্তমভূদ্ যুদ্ধং পক্ষিণোর্বহ্বার্ষিকম্ ॥ ৭ ॥

ত্রৈশঙ্কবঃ—ত্রিশঙ্কুর পুত্র; **হরিশ্চন্দ্রঃ**—হরিশ্চন্দ্র নামক; **বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠয়োঃ**—বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে; **যৎ-নিমিত্তম্**—হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত; **অভূৎ**—হয়েছিল; **যুদ্ধম্**—এক মহাযুদ্ধ; **পক্ষিণোঃ**—তাঁরা উভয়েই পক্ষীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন; **বহ্ব-বার্ষিকম্**—বহু বর্ষ ব্যাপী।

অনুবাদ

ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। এই হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে বহু বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ হয়। তাঁরা পক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে চিরকাল শত্রুতা ছিল। পূর্বে বিশ্বামিত্র ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়, এবং কঠোর তপস্যার প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মণ হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেননি। তার ফলে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। পরে কিন্তু বিশ্বামিত্রের ক্ষমাগুণের জন্য বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেছিলেন। একসময় হরিশ্চন্দ্র এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, এবং বিশ্বামিত্র ছিলেন সেই যজ্ঞের পুরোহিত। কিন্তু বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, দক্ষিণারূপে দাবি করে তাঁর সর্বস্ব আত্মসাৎ করে নেন। বশিষ্ঠ কিন্তু তা অনুমোদন করেননি, এবং তার ফলে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে কলহ শুরু হয়। এই কলহ এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, তাঁরা পরস্পরকে অভিশাপ দিতে শুরু করেন। একজন বলেন, "তুমি পক্ষী হও", এবং অন্যজন বলেন, "তুমি বক হও।" এইভাবে তাঁরা উভয়েই পক্ষীতে পরিণত হয়ে, হরিশ্চন্দ্রের জন্য বহু বৎসর ধরে যুদ্ধ করেছিলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সৌভরি মুনির মতো একজন মহাযোগী ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের শিকার হয়েছিলেন, এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মতো মহর্ষিরা পক্ষীতে পরিণত হয়েছিলেন। এই জড় জগৎ এমনই। *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।* এই জড় জগতে বা এই ব্রহ্মাণ্ডে, জড়-জাগতিক গুণের ভিত্তিতে মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন, তাঁকে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ক্লেশ

ভোগ করতেই হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই জড় জগৎ কেবল দুঃখময় *(দুঃখালয়মশাশ্বতম্)*। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *পদং পদং যদ্ বিপদাম্*—এখানে প্রতি পদে পদে বিপদ। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যেহেতু মানুষকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান করছে, তাই এই আন্দোলনটি মানব-সমাজের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

শ্লোক ৮

সোঽনপত্যো বিষণ্ণাত্মা নারদস্যোপদেশতঃ ।
বরুণং শরণং যাতঃ পুত্রো মে জায়তাং প্রভো ॥ ৮ ॥

সঃ—সেই হরিশ্চন্দ্র; **অনপত্যঃ**—নিঃসন্তান হওয়ায়; **বিষণ্ণ-আত্মা**—অত্যন্ত বিষণ্ণ; **নারদস্য**—নারদের; **উপদেশতঃ**—উপদেশে; **বরুণম্**—বরুণের; **শরণম্ যাতঃ**—শরণাগত হয়েছিলেন; **পুত্রঃ**—একটি পুত্র; **মে**—আমার; **জায়তাম্**—জন্ম হোক; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন বলে সর্বদা অত্যন্ত বিষণ্ণ থাকতেন। তাই একদিন নারদের উপদেশে তিনি বরুণের শরণাগত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, "হে প্রভু! আমার কোন পুত্র নেই। আপনি কি দয়া করে আমাকে একটি পুত্র দান করবেন?"

শ্লোক ৯

যদি বীরো মহারাজ তেনৈব ত্বাং যজে ইতি ।
তথেতি বরুণেনাস্য পুত্রো জাতস্তু রোহিতঃ ॥ ৯ ॥

যদি—যদি; **বীরঃ**—একটি পুত্র হয়; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **তেন এব**—তা হলে সেই পুত্রের দ্বারাই; **ত্বাম্**—আপনাকে; **যজে**—যজ্ঞে আমি উৎসর্গ করব; **ইতি**—এইভাবে; **তথা**—তোমার বাসনা অনুসারে তাই হবে; **ইতি**—এইভাবে স্বীকার করে; **বরুণেন**—বরুণের দ্বারা; **অস্য**—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের; **পুত্রঃ**—একটি পুত্র; **জাতঃ**—জন্মেছিল; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **রোহিতঃ**—রোহিত নামক।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! হরিশ্চন্দ্র বরুণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "হে প্রভু! আমার যদি একটি পুত্র হয়, তা হলে সেই পুত্রের দ্বারা আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি একটি যজ্ঞ করব।" হরিশ্চন্দ্র সেই কথা বললে বরুণ উত্তর দিয়েছিলেন, "তাই হোক।" বরুণের বরে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামক একটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ১০

জাতঃ সুতো হ্যনেনাঙ্গ মাং যজস্বেতি সোঽব্রবীৎ ।
যদা পশুর্নির্দশঃ স্যাদথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১০ ॥

জাতঃ—জন্মগ্রহণ করেছে; **সুতঃ**—একটি পুত্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনেন**—এই পুত্রের দ্বারা; **অঙ্গ**—হে হরিশ্চন্দ্র; **মাম্**—আমাকে; **যজস্ব**—যজ্ঞ কর; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি, বরুণ; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **যদা**—যখন; **পশুঃ**—একটি পশু; **নির্দশঃ**—দশ দিন গত হলে; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **অথ**—তা হলে; **মেধ্যঃ**—যজ্ঞে নিবেদনের উপযুক্ত; **ভবেৎ**—হয়; **ইতি**—এইভাবে (হরিশ্চন্দ্র বলেছিলেন)।

অনুবাদ

তারপর, পুত্রের জন্ম হলে, বরুণ হরিশ্চন্দ্রের কাছে এসে বলেছিলেন, "এখন তোমার পুত্র হয়েছে। এই পুত্রের দ্বারা তুমি আমার যজ্ঞ করবে বলেছিলে, অতএব এই পুত্রের দ্বারা তুমি আমার যজ্ঞ কর।" তার উত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলেছিলেন, "পশু জন্মের পর দশদিন গত হলে পশু যজ্ঞের উপযুক্ত হয়।"

শ্লোক ১১

নির্দশে চ স আগত্য যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ ।
দন্তাঃ পশোর্যজ্ঞায়েরন্নথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১১ ॥

নির্দশে—দশদিন পর; **চ**—ও; **সঃ**—তিনি, বরুণ; **আগত্য**—সেখানে এসে; **যজস্ব**—এখন যজ্ঞ কর; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **সঃ**—তিনি, হরিশ্চন্দ্র; **অব্রবীৎ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **দন্তাঃ**—দাঁত; **পশোঃ**—পশুর; **যৎ**—যখন;

জায়েরন্—উদ্‌গম হয়; **অথ**—তখন; **মেধ্যঃ**—যজ্ঞের উপযুক্ত; **ভবেৎ**—হবে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

দশদিন পর বরুণ আবার হরিশ্চন্দ্রের কাছে এসে বললেন, "এখন তুমি যজ্ঞ কর।" হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "পশুর যখন দন্তোদ্‌গম হয়, তখন তা যজ্ঞের জন্য পবিত্র হয়।"

শ্লোক ১২

দন্তা জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ ।
যদা পতন্ত্যস্য দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১২ ॥

দন্তাঃ—দন্ত; **জাতাঃ**—উদ্‌গম হলে; **যজস্ব**—এখন যজ্ঞ কর; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি, বরুণ; **প্রত্যাহ**—বলেছিলেন; **অথ**—তারপর; **সঃ**—তিনি, হরিশ্চন্দ্র; **অব্রবীৎ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **যদা**—যখন; **পতন্তি**—পতিত হয়; **অস্য**—তার; **দন্তাঃ**—দন্ত; **অথ**—তারপর; **মেধ্যঃ**—যজ্ঞের উপযুক্ত; **ভবেৎ**—হবে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

দন্তোদ্‌গম হলে বরুণ এসে হরিশ্চন্দ্রকে বললেন, "এখন পশুর দন্তোদ্‌গম হয়েছে। অতএব এখন যজ্ঞ কর।" হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "যখন দন্ত সমূহ নিপতিত হবে, তখন এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে।"

শ্লোক ১৩

পশোর্নিপতিতা দন্তা যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ ।
যদা পশোঃ পুনর্দন্তা জায়ন্তেঽথ পশুঃ শুচিঃ ॥ ১৩ ॥

পশোঃ—পশুর; **নিপতিতাঃ**—নিপতিত হয়ে; **দন্তাঃ**—দন্ত; **যজস্ব**—এখন যজ্ঞ কর; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন (বরুণ); **সঃ**—তিনি, হরিশ্চন্দ্র; **অব্রবীৎ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **যদা**—যখন; **পশোঃ**—পশুর; **পুনঃ**—পুনরায়; **দন্তাঃ**—দন্ত; **জায়ন্তে**—উদ্‌গত হবে; **অথ**—তখন; **পশুঃ**—পশু; **শুচিঃ**—যজ্ঞের জন্য পবিত্র হবে।

অনুবাদ

দন্ত নিপতিত হলে বরুণ হরিশ্চন্দ্রের কাছে ফিরে এসে বলেছিলেন, "এখন পশুর দন্ত পতিত হয়েছে, অতএব তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর।" কিন্তু হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "যখন পশুর দন্ত পুনরায় উদ্‌গত হবে, তখন তা যজ্ঞের জন্য পবিত্র হবে।"

শ্লোক ১৪

পুনর্জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ ।
সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোঽথ পশুঃ শুচিঃ ॥ ১৪ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **জাতাঃ**—উদ্‌গম হলে; **যজস্ব**—এখন যজ্ঞ কর; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি, বরুণ; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **অথ**—তারপর; **সঃ**—তিনি, হরিশ্চন্দ্র; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **সান্নাহিকঃ**—কবচ বন্ধনে সক্ষম; **যদা**—যখন; **রাজন্**—হে বরুণ; **রাজন্যঃ**—ক্ষত্রিয়; **অথ**—তারপর; **পশুঃ**—যজ্ঞের পশু; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়।

অনুবাদ

পুনরায় দন্তের উদ্‌গম হলে বরুণ এসে হরিশ্চন্দ্রকে বলেছিলেন, "এখন তুমি যজ্ঞ করতে পার।" কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বলেছিলেন, "হে রাজন্, যজ্ঞের পশু যখন ক্ষত্রিয় হয় এবং কবচ বন্ধন করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়, তখনই তা পবিত্র হয়।"

শ্লোক ১৫

ইতি পুত্রানুরাগেণ স্নেহযন্ত্রিতচেতসা ।
কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো দেবস্তমৈক্ষত ॥ ১৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **পুত্র-অনুরাগেণ**—পুত্রের প্রতি স্নেহের ফলে; **স্নেহ-যন্ত্রিত-চেতসা**—তাঁর মন এইভাবে স্নেহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে; **কালম্**—কাল; **বঞ্চয়তা**—প্রতারণা করে; **তম্**—তাঁকে; **তম্**—তা; **উক্তঃ**—বলা হয়েছিল; **দেবঃ**—বরুণদেব; **তম্**—তাঁকে, হরিশ্চন্দ্রকে; **ঐক্ষত**—প্রতিজ্ঞা পূরণের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

অনুবাদ

হরিশ্চন্দ্র তাঁর পুত্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই স্নেহের বশে তিনি বরুণদেবকে প্রতীক্ষা করতে বলেছিলেন। বরুণদেবও সেই কালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬

রোহিতস্তদভিজ্ঞায় পিতুঃ কর্ম চিকীর্ষিতম্ ।
প্রাণপ্রেপ্সুর্ধনুষ্পাণিররণ্যং প্রত্যপদ্যত ॥ ১৬ ॥

রোহিতঃ—হরিশ্চন্দ্রের পুত্র; **তৎ**—এই সত্য; **অভিজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **কর্ম**—কর্ম; **চিকীর্ষিতম্**—তার অভীষ্ট কর্ম; **প্রাণ-প্রেপ্সুঃ**—প্রাণ রক্ষার জন্য; **ধনুঃ-পাণিঃ**—ধনুর্বাণ গ্রহণ করে; **অরণ্যম্**—বনে; **প্রত্যপদ্যত**—প্রস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

রোহিত বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে যজ্ঞে পশুর মতো নিবেদন করবেন। তাই, তিনি তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য ধনুর্বাণ ধারণ করে বনে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

পিতরং বরুণগ্রস্তং শ্রুত্বা জাতমহোদরম্ ।
রোহিতো গ্রামমেয়ায় তমিন্দ্রঃ প্রত্যষেধত ॥ ১৭ ॥

পিতরম্—তাঁর পিতার সম্বন্ধে; **বরুণ-গ্রস্তম্**—বরুণের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে উদরী রোগগ্রস্ত হয়ে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **জাত**—বর্ধিত হয়েছে; **মহা-উদরম্**—বৃহৎ উদর; **রোহিতঃ**—তাঁর পুত্র রোহিত; **গ্রামম্ এয়ায়**—রাজধানীতে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন; **তম্**—তাঁকে (রোহিতকে); **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **প্রত্যষেধত**—সেখানে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

অনুবাদ

রোহিত যখন জানতে পারলেন যে, বরুণগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর পিতার উদর অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছে, তখন তিনি রাজধানীতে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে নিষেধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

ভূমেঃ পর্যটনং পুণ্যং তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ ।
রোহিতায়াদিশচ্ছক্রঃ সোঽপ্যরণ্যেঽবসৎ সমাম্ ॥ ১৮ ॥

ভূমেঃ—পৃথিবীর; **পর্যটনম্**—পর্যটন করে; **পুণ্যম্**—পবিত্র স্থানে; **তীর্থ-ক্ষেত্র**—তীর্থক্ষেত্র; **নিষেবণৈঃ**—গমনের দ্বারা অথবা সেবা করার দ্বারা; **রোহিতায়**—রোহিতকে; **আদিশৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **শক্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **সঃ**—তিনি, রোহিত; **অপি**—ও; **অরণ্যে**—অরণ্যে; **অবসৎ**—বাস করেছিলেন; **সমাম্**—এক বৎসর।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র রোহিতকে বিভিন্ন পবিত্র তীর্থে পর্যটন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ এই প্রকার কার্যকলাপ অবশ্যই পবিত্র। সেই উপদেশ অনুসারে রোহিত এক বছর বনে বাস করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে তথা ।
অভ্যেত্যাভ্যেত্য স্থবিরো বিপ্রো ভূত্বাহ বৃত্রহা ॥ ১৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **দ্বিতীয়ে**—দ্বিতীয় বৎসর; **তৃতীয়ে**—তৃতীয় বৎসর; **চতুর্থে**—চতুর্থ বৎসর; **পঞ্চমে**—পঞ্চম বৎসর; **তথা**—ও; **অভ্যেত্য**—তাঁর কাছে এসে; **অভ্যেত্য**—পুনরায় তাঁর কাছে এসে; **স্থবিরঃ**—অতি বৃদ্ধ; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **ভূত্বা**—হয়ে; **আহ**—বলেছিলেন; **বৃত্র-হা**—ইন্দ্র।

অনুবাদ

এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বৎসর অতিবাহিত হলে, রোহিত যখন রাজধানীতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে, পূর্বোক্ত বাক্যের পুনরুক্তি করে তাঁকে রাজধানীতে ফিরে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

ষষ্ঠং সংবৎসরং তত্র চরিত্বা রোহিতঃ পুরীম্ ।
উপব্রজন্নজীগর্তাদক্রীণান্মধ্যমং সুতম্ ।
শুনঃশেফং পশুং পিত্রে প্রদায় সমবন্দত ॥ ২০ ॥

ষষ্ঠম্—ষষ্ঠ; **সংবৎসরম্**—বছরে; **তত্র**—সেই বনে; **চরিত্বা**—ভ্রমণ করে; **রোহিতঃ**—হরিশ্চন্দ্রের পুত্র; **পুরীম্**—তাঁর রাজধানীতে; **উপব্রজন্**—গিয়েছিলেন; **অজীগর্তাৎ**—অজিগর্ত থেকে; **অক্রীণাৎ**—ক্রয় করেছিলেন; **মধ্যমম্**—দ্বিতীয়; **সুতম্**—পুত্র; **শুনঃশেফম্**—যার নাম ছিল শুনঃশেফ; **পশুম্**—যজ্ঞের পশুরূপে ব্যবহার করার জন্য; **পিত্রে**—তাঁর পিতাকে; **প্রদায়**—প্রদান করে; **সমবন্দত**—শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, ছয় বছর বনে ভ্রমণ করে রোহিত তাঁর পিতার রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি অজীগর্তের কাছ থেকে তাঁর মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করেছিলেন এবং তাকে বরুণ যজ্ঞে পশুরূপে নিবেদন করার জন্য তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্রকে প্রদান করে প্রণাম করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, তখনকার দিনে যে কোন উদ্দেশ্যে মানুষকে ক্রয় করা যেত। হরিশ্চন্দ্রের এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, যাকে যজ্ঞে পশুর মতো বলি দিয়ে বরুণের কাছে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে একজন মানুষকে ক্রয় করা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বেও পশুবলি এবং ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। বস্তুতপক্ষে, অনাদিকাল ধরেই সেই প্রথা চলে আসছে।

শ্লোক ২১

ততঃ পুরুষমেধেন হরিশ্চন্দ্রো মহাযশাঃ ।
মুক্তোদরোঽযজদ্ দেবান্ বরুণাদীন্ মহৎকথঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ—তারপর; **পুরুষ-মেধেন**—নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **হরিশ্চন্দ্রঃ**—রাজা হরিশ্চন্দ্র; **মহা-যশাঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত; **মুক্ত-উদরঃ**—উদরী রোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন;

অযজৎ—যজ্ঞ করেছিলেন; **দেবান্**—দেবতাদের; **বরুণ-আদীন্**—বরুণ আদি; **মহৎ-কথঃ**—ইতিহাসে মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ।

অনুবাদ

তারপর, ইতিহাসে মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা বরুণ আদি দেবতাদের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এইভাবে বরুণের অসন্তোষের ফলে তাঁর যে উদরী রোগ হয়েছিল তা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

বিশ্বামিত্রোঽভবৎ তস্মিন্ হোতা চাধ্বর্যুরাত্মবান্ ।
জমদগ্নিরভূদ্ ব্রহ্মা বসিষ্ঠোঽয়াস্যঃ সামগঃ ॥ ২২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ—মহর্ষি বিশ্বামিত্র; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **তস্মিন্**—সেই মহাযজ্ঞে; **হোতা**—হোমকর্তা; **চ**—ও; **অধ্বর্যুঃ**—যে পুরোহিত যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সেই নির্দেশ অনুসারে কর্ম সম্পাদন করেন; **আত্মবান্**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; **জমদগ্নিঃ**—জমদগ্নি; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **ব্রহ্মা**—প্রধান ব্রাহ্মণের কর্ম সম্পাদনকারী; **বসিষ্ঠঃ**—মহর্ষি বসিষ্ঠ; **অয়াস্যঃ**—আর একজন মহান ঋষি; **সামগঃ**—সামবেদের মন্ত্র উচ্চারণকারী উদ্‌গাতা।

অনুবাদ

সেই নরমেধ যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জমদগ্নি (যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণকারী) অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ প্রধান ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং ঋষি অয়াস্য সামবেদের মন্ত্র উচ্চারণকারী উদ্‌গাতা হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

তস্মৈ তুষ্টো দদাবিন্দ্রঃ শাতকৌম্ভময়ং রথম্ ।
শুনঃশেফস্য মাহাত্ম্যমুপরিষ্টাৎ প্রচক্ষ্যতে ॥ ২৩ ॥

তস্মৈ—তাঁকে, রাজা হরিশ্চন্দ্রকে; **তুষ্টঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **শাতকৌম্ভময়ম্**—স্বর্ণনির্মিত; **রথম্**—রথ; **শুনঃশেফস্য**—শুনঃশেফের; **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা; **উপরিষ্টাৎ**—বিশ্বামিত্রের পুত্রদের কথা প্রসঙ্গে; **প্রচক্ষ্যতে**—বর্ণিত হবে।

অনুবাদ

হরিশ্চন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে রাজা ইন্দ্র তাঁকে একটি স্বর্ণনির্মিত রথ উপহার দিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্রদের কথা প্রসঙ্গে শুনঃশেফের মাহাত্ম্য বর্ণিত হবে।

শ্লোক ২৪

সত্যং সারং ধৃতিং দৃষ্ট্বা সভার্যস্য চ ভূপতেঃ ।
বিশ্বামিত্রো ভৃশং প্রীতো দদাববিহতাং গতিম্ ॥ ২৪ ॥

সত্যম্—সত্য; **সারম্**—দৃঢ়তা; **ধৃতিম্**—ধৈর্য; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **স-ভার্যস্য**—তাঁর পত্নীসহ; **চ**—এবং; **ভূপতেঃ**—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের; **বিশ্বামিত্রঃ**—মহর্ষি বিশ্বামিত্র; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **দদৌ**—তাঁকে দিয়েছিলেন; **অবিহতাম্ গতিম্**—অক্ষয় জ্ঞান।

অনুবাদ

সস্ত্রীক রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যবাদিতা, ধৈর্য এবং সারগ্রাহিতা দর্শন করে, বিশ্বামিত্র তাঁকে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অক্ষয় জ্ঞান দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৫-২৬

মনঃ পৃথিব্যাং তামদ্ভিস্তেজসাপোঽনিলেন তৎ ।
খে বায়ুং ধারয়ংস্তচ্চ ভূতাদৌ তং মহাত্মনি ॥ ২৫ ॥
তস্মিন্ জ্ঞানকলাং ধ্যাত্বা তয়াজ্ঞানং বিনির্দহন্ ।
হিত্বা তাং স্বেন ভাবেন নির্বাণসুখসংবিদা ।
অনির্দেশ্যাপ্রতর্ক্যেণ তস্থৌ বিধ্বস্তবন্ধনঃ ॥ ২৬ ॥

মনঃ—(আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের বাসনায় পূর্ণ) মন; **পৃথিব্যাম্**—পৃথিবীতে; **তাম্**—তা; **অদ্ভিঃ**—জলসহ; **তেজসা**—এবং অগ্নিসহ; **অপঃ**—জল; **অনিলেন**—অগ্নিতে; **তৎ**—তা; **খে**—আকাশে; **বায়ুম্**—বায়ু; **ধারয়ন্**—একীভূত করে; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **ভূত-আদৌ**—জড় অস্তিত্বের মূল অহঙ্কারে; **তম্**—তা (অহঙ্কার); **মহা-আত্মনি**—মহত্তত্ত্বে; **তস্মিন্**—সেই মহত্তত্ত্বকে; **জ্ঞান-কলাম্**—দিব্যজ্ঞান এবং তাঁর বিভিন্ন শাখা; **ধ্যাত্বা**—ধ্যান করার দ্বারা; **তয়া**—সেই পন্থার দ্বারা; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞান;

বিনির্দহন্—বিশেষভাবে দমন করেছিলেন; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **তাম্**—জড় অভিলাষ; **স্বেন**—আত্ম উপলব্ধির দ্বারা; **ভাবেন**—ভগবদ্ভক্তিতে; **নির্বাণ-সুখ-সংবিদা**—জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি সাধন করে নির্বাণ সুখের দ্বারা; **অনির্দেশ্য**—অনির্ণেয়; **অপ্রতর্ক্যেণ**—অচিন্ত্য; **তস্থৌ**—অবস্থিত হয়েছিলেন; **বিধ্বস্ত**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে; **বন্ধনঃ**—জড় বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

হরিশ্চন্দ্র প্রথমে জড়সুখ ভোগের বাসনায় পূর্ণ মনকে পৃথিবীসহ একীভূত করে পবিত্র করেছিলেন। তারপর পৃথিবীকে জলসহ, জলকে অগ্নিসহ, অগ্নিকে বায়ুসহ, এবং বায়ুকে আকাশসহ একীভূত করেছিলেন। তারপর তিনি আকাশকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে একীভূত করেছিলেন। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে ভগবানের অংশরূপে স্বরূপ উপলব্ধি। অনির্দেশ্য এবং অচিন্ত্য স্বস্বরূপে অবস্থিত এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে হরিশ্চন্দ্র সমস্ত জড় বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'মান্ধাতার বংশধরগণ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।